رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন,
তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে।
—সূরা বায়্যিনাহ, ৯৮ : ৮

সত্যের আধুনিক প্রকাশ
◆
মাকতাবাতুল ফুরকান
www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর গল্প

ছোটদের
আশারায়ে মুবাশশারা সিরিজ

এক মলাটে ১০ টি বই

সালওয়া আনানি

অনুবাদ
হামদুল্লাহ লাবীব

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

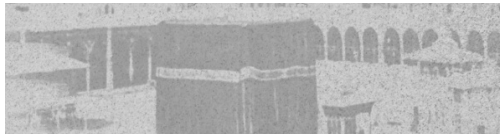

ছোটদের আশারায়ে মুবাশশারা সিরিজ

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
✆ +8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৩ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মূদ্রিত; ✆ +8801730706735
প্রথম প্রকাশ : শাবান ১৪৪৪ / মার্চ ২০২৩
সম্পাদনা : মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রুফ সংশোধন : মুহাম্মাদ তৈয়বুর রহমান
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
ISBN : 978-984-96830-4-9
মূল্য : ৳ ৩০০ (তিন শত টাকা মাত্র) USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরকালীন আদর্শ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দ্বীন ও শরীয়ত নিয়ে এসেছিলেন, এর বাস্তব প্রতিমূর্তি ছিলেন সাহাবীরাই। এজন্য তারা যেভাবে দ্বীন বুঝে আমল করেছেন, সেটাই পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় হয়ে আছে। তাদের সবার ওপরই আল্লাহ রাজি হয়ে গেছেন এবং তারাও আল্লাহর ওপর রাজি ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে দুনিয়ায় থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। তবে এর মধ্যে দশজন সাহাবী প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। তাদের সঙ্গে পরিচয়ের উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। লিখেছেন আরবের বিখ্যাত লেখক সালওয়া আনানি। আর অনুবাদ করেছেন এদেশের শিশু-কিশোরদের জন্য অনেক গ্রন্থের রচয়িতা মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব। *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে ইতোমধ্যে তার বেশ কিছু অসাধারণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে; *এসো দ্বীন শিখি*, *ছোটদের কুরআনের গল্প সিরিজ*, *সারাবছর, প্রতিদিন—নবীজীর গল্প*, *সারাবছর, প্রতিদিন—নবীজীর হাদীস*, *দুআ যদি পেতে চাও* ইত্যাদি।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও রচনা-শৈলী ও ঘটনা নির্বাচনে এক কথায় অসাধারণ। প্রতিটি ঘটনাই শিশু-কিশোরদের জন্য যথাসাধ্য সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি, গ্রন্থটি এদেশের শিশু-কিশোরদের মনে দ্বীনী চেতনা সমৃদ্ধ করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এটি তাদের শিক্ষা-পাঠ্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং এর লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান

১৭ শাবান ১৪৪৪ / ১০ মার্চ ২০২৩

কিছু কথা

তারা আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন। তবে আমরা তাদের মতো নই। তারা ছিলেন সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী। সরল মনের। মহান আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল মজবুত। তারা এমন সুযোগ লাভ করেছিলেন, যা অন্য অনেকের ভাগ্যে জোটেনি। তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী। নবীজীর সান্নিধ্য পেয়ে তারা ধন্য হয়েছেন। তারা ঈমান এনেছেন মহান আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। তারা তাদের জীবনকে ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন, নেক কাজে প্রতিযোগিতা করেছেন এবং প্রত্যাশা করেছেন আখেরাতে সুখময় জীবনের।

তারা জীবন যাপন করেছেন। কেনা-বেচা করেছেন। বিয়ে করেছেন। তাঁদেরও হয়েছে সন্তানাদি। সফর করেছেন। থেকেছেন নিজেদের বাড়িতেও। যুদ্ধ-জিহাদ করেছেন। ছিনিয়ে এনেছেন বিজয়। মাঝে মাঝে রোযা রেখেছেন। রাতের একটি অংশ কাটিয়েছেন ঘুমিয়ে। তারপর জেগে উঠে সাধ্যমতো ইবাদত-বন্দেগি করেছেন। মসজিদে গিয়েছেন। বাজারঘাটেও গিয়েছেন। উপভোগ করেছেন জীবনের স্বাদ। তবে এড়িয়ে চলেছেন বিলাসিতা। সদাকা করেছেন। কৃপণতা করেননি কখনো।

তারা ছিলেন তাঁদের ভাই—পরবর্তী প্রজন্মের প্রকৃত মুসলিমদের জন্য উত্তম আদর্শ। তাঁরা প্রয়োজনে পার্থিব জীবনের জন্য এমনভাবে শ্রম দেয়, যেন চিরকাল এখানেই থাকবে। আবার পরকালের জন্য এমনভাবে আমল করে, যেন আগামীকালই মৃত্যুবরণ করবে।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সেই সকল সাহাবীদের আলোকিত জীবন সম্পর্কে আমরা জানব। ছোট্ট এ সিরিজের বইগুলোতে আমরা পরিচিত হব তাদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে আমরাও নতুন করে গ্রহণ করব জীবনের পাঠ। বইয়ের পাতা থেকে খুঁজে নেব জীবনের সহজ সরল পথ। আমরা কেবল তাকওয়াকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করব এবং তা দিয়ে যাচাই করব জীবনের সকল বিষয়।

আমরা কেবল কুরআনুল কারীমকেই আইন ও সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করব। আর এক্ষেত্রে আমরা একান্তভাবে অনুসরণ করব প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর নেককার ও মহান সাহাবীদেরকে।

—সালওয়া আনানি

সূচিপত্র

১। সফরসঙ্গী ৯
আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.-এর জীবনের গল্প

২। ন্যায়পরায়ণ শাসক ২১
উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর জীবনের গল্প

৩। লাজুক মানুষ ৩১
উসমান ইবনে আফফান রা.-এর জীবনের গল্প

৪। সৌভাগ্যবান ছাত্র ৪১
আলী ইবনে আবি তালিব রা.-এর জীবনের গল্প

৫। নবীজীর সঙ্গী ৫৩
যুবাইর ইবনে আওয়াম রা.-এর জীবনের গল্প

৬। বদান্যতার উপমা ৬১
আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর জীবনের গল্প

৭। মহান মুজাহিদ ৭১
তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-এর জীবনের গল্প

৮। উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ৭৯
আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রা.-এর জীবনের গল্প

৯। আমি জান্নাতি ৮৭
সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর জীবনের গল্প

১০। আল্লাহমুখী মানুষ ৯৭
সাঈদ ইবনে যায়েদ রা.-এর জীবনের গল্প

সফরসঙ্গী

আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.-এর জীবনের গল্প

মুহূর্তেই খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে—প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন। আপন রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন আল্লাহর রাসূল। তিনি তার প্রিয় স্রষ্টার সান্নিধ্যে পাড়ি জমিয়েছেন।

খবরটি শুনে হতবাক সবাই। তারা কীভাবে সহ্য করবেন এই দুঃখ—যারা নবীজীর ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তার প্রতিটি আচরণ নিজের চোখে দেখেছেন?

এমন একটি সংবাদ কী করে মেনে নেবেন তারা?

ক্রমশঃ বাড়তে থাকে কান্নার আওয়াজ। অশ্রুর বন্যা বয়ে যেতে লাগল।

এমনকি উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুও এমন একটি সংবাদ প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। অথচ তাঁর দৃঢ় ঈমান ও বীরত্ব ছিল সবার মধ্যে প্রসিদ্ধ। তরবারি কোষমুক্ত করে তিনি চিৎকার করে বললেন, একদল মুনাফিক মনে করছে, আল্লাহর রাসূল ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহর শপথ, তিনি ইন্তেকাল করেননি। তবে তিনি আপন রবের কাছে গিয়েছেন, যেমন মুসা ইবনে ইমরান গিয়েছিলেন। আল্লাহর শপথ, অবশ্যই আল্লাহর রাসূল ফিরে এসে ওই সকল লোকদের হাত কেটে দেবেন, যারা ধারণা করেছে তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব গলা ছেড়ে চিৎকার করতে থাকলেন—'শুনে রাখো, আল্লাহর রাসূল ইন্তেকাল করেছেন—একথা যেন কাউকে বলতে না শুনি। কেউ এর ব্যতিক্রম করলে আমার এ তরবারি দিয়ে তার মাথা দুখণ্ড করে ফেলব!'

অসহনীয় কষ্টের দাবানল উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভেতরটাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে প্রিয়তমের ইন্তেকালের সংবাদ। তার কেবলই মনে হচ্ছে—নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেননি। আর এটা সম্ভবও নয়। মানুষ ভুল বলছে।

এক বেসামাল পরিস্থিতি চারিদিকে। অস্থিরতায় কাঁপছে যেন পুরো পৃথিবী। এ সময় গাম্ভীর্যপূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষ এলেন। শুকনো শরীর। শুভ্র তার গায়ের রঙ। পিঠটা ঝুঁকানো সামনের দিকে। চেহারা জুড়ে তার ক্লান্তির ছাপ। কোটরাগত চোখ দুটো। কপালটা সামান্য উঁচু।

গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রৌঢ় লোকটি হাজির হলেন। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। ব্যথার ছাপ তার চেহারায় স্পষ্ট। দ্রুত পায়ে তিনি এগিয়ে গেলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দিকে। দেখতে পেলেন, প্রিয়তমের চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। চাদরটা চেহারা মুবারক থেকে সরিয়ে চুমু এঁকে দিলেন। তিনি কাঁদছেন আর বলছেন—আপনার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক। জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আপনি সুখী। আল্লাহ তাআলা আপনার যে মৃত্যু লিখে রেখেছিলেন, তা হয়ে গেছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। এরপর বেরিয়ে এসেছেন মানুষের মাঝে। তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বিপদটা তো অনেক বড়। ফলে মানুষকে শান্ত করতে তাকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আওয়াজ উঁচু করে চিৎকার করেই যাচ্ছেন—যারা মুহাম্মাদের ইবাদত করতে, শুনে রাখো, নিশ্চয় মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। তোমরা আল্লাহর কথা স্মরণ করো—